SEC2: The making of Indian Foreign Policy
4th Semester (H) SEC
Kamal Sarkar

Unit-3 India and South Asia: Relationship with the Neighbours.

Question – ভারত-গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সম্পর্কের সম্পর্কে আলোচনা কর ?

=> বর্তমান যুগে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন একবিংশ শতাব্দীতে অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সরকারীভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বলে যে তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হল তার নিজের দেশের স্বাধীনতা, ~~সার্বভৌম~~ সার্বভৌমিকতা এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষা করা। এ ছাড়া চীনের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হল – চীনের আধুনিকীকরণ সম্প্রসারণের অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তোলা, বিশ্বশান্তি রক্ষা করা। বর্তমানে অর্থাৎ ~~চীন~~ ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে চীনের পররাষ্ট্র নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মতাদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ না করা। চীন জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে এবং মতাদর্শকে গৌণ বলে পরিগণিত করে। সাম্প্রতিক কালে চীনের পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়নকারীগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী তত্ত্বের ~~উপর~~ উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। চীন চীন-ভারত সম্পর্ক, যাকে ~~ক~~ চীন-ইন্ডিয়া সম্পর্ক বা ভারত-চীনা সম্পর্ক বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (PRC) এবং ভারতের প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ~~সম্প~~ সম্পর্ককে বোঝায়। যদিও সম্পর্কটি সৌহার্দ্যপূর্ণ, তবুও সীমান্ত বিরোধ রয়েছে।

(Follow Xerox)

Reference :- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক — তত্ত্ব ও তথ্য
-অরুণ সেন

Scanned with CamScanner

Reference + Suggested Readings:

1. Domestic Roots of India's Foreign policy 1947-1972
A. Appadorai,

2. The making of Indian Foreign Policy
Jayantanuja Bandyapadhyay.

3. Internation Relations
Pell Ghosh

4. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তত্ত্ব থেকে সাম্প্রতিক বিশ্ব
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

5. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথ্য ও পররাষ্ট্রনীতি
ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় ও শক্তি মুখোপাধ্যায়

6. সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
গৌতম কুমার বসু

7. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্ব ও তথ্য
অরূপ সেন।

8. আধুনিক ভারত ও বিশ্ব ইতিহাস
নীরব মুখোপাধ্যায়

9. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়।

Scanned with CamScanner

18.8 ভারত-গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যেকার সম্পর্ক

■ *ভূমিকা*

ভারত এবং চিন হল বিশ্বের দুটি পুরানো সভ্যতা এবং বহু যুগ ধরে একে অপরের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করে আসছে। বহু শতাব্দী আগে থেকেই ভারত এবং চিনের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারত এবং চিনের মধ্যে 'সিল্ক রোড' ('Silk Road') একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ হিসেবে গণ্য হত। এ ছাড়া, এই পথের মাধ্যমেই ভারত থেকে পূর্ব এশিয়ায় বুদ্ধের মতবাদ প্রসারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বর্ধিষ্ণু আফিমের ব্যাবসা ওপিয়াম যুদ্ধের সূচনা করে।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। অন্যদিকে, ১৯৪৯ সাল মাও জে দং (Mao Ze Dong)-এর নেতৃত্বে চিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ১৯৫০ সালে থেকেই ভারত ও গণ প্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভারত হল সেই দেশ যে সর্বপ্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী চিনকে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। চিন এবং ভারত দুটিই জনবহুল দেশ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে উদীয়মান দুটি দেশ। বর্তমানে চিন মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে অবতীর্ণ হতে চলেছে। আর ভারতের কুটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সব দিক থেকে বিচার করে বর্তমানে ভারত ও গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

18.8.1 *ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর কালে ভারত-গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যেকার সম্পর্ক*

১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু করে ভারত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুটি দেশের মধ্যে তিনটি বৃহৎ সামরিক সংঘাত সূচিত হয়। এগুলি হল— ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৭ সালের ছোলা (Chola) ঘটনা, ১৯৮৭ সালের ভারত ও চিনের মধ্যেকার বিচ্ছিন্ন লড়াই। তবে ১৯৮০ দশকের শেষভাগ থেকে দুটি দেশই কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে নজর দেয়।

১৯৯০ দশকের মধ্যভাগে দেখা গেল ধীর গতিতে হলেও ভারত ও গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মধ্যেকার সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হতে চলেছে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে চিনের লি পেং (Li Peng) ভারতে আসেন এবং ১৯৯২ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরামান (R.Venkataraman) চিন সফরে যান। সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত উত্তেজনা কমানোর জন্য এবং একে অপরের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তিরিশ বছরেরও অধিক সময়ের পরে ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত ব্যাবসা-বাণিজ্য পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে মুম্বাইতে এবং সাংঘাইতে যথাক্রমে চীন এবং ভারতের কন্‌সালের দপ্তর খোলা হয়। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শারদ পাওয়ার চিনে যান। এর ফলে ভারত ও চিনের প্রতিরক্ষা দপ্তর শিক্ষাদান সম্বন্ধীয়, সামরিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহে আদানপ্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও চিন সফরে যান। তিনি ও চিনের লিং পেং একটি সীমান্ত চুক্তি ও অন্য তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দুটি দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চপদস্থ চিনের সামরিক প্রতিনিধিগণ ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে ভারত সফরে আসেন। তবে মায়ানমারের সঙ্গে চিনের উন্নত সামরিক সম্পর্ক ভারতকে চিন্তান্বিত করে তোলে। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে চিন ঘোষণা করে যে

Scanned with CamScanner

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা নিরসন করা দরকার। তবে চিন এও বলে যে চিন এই অঞ্চলের স্বাধীনতার পক্ষে নয়।

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে ভারতে সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল বি.সি.জোশী চিন সফরে যান। ভারত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চিন উভয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সীমান্ত সমস্যাসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলতে হবে। বলা হয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বিশেষ অধিকার বা সুবিধার মাধ্যমে এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

তবে ১৯৯৮ সালে ভারত-চিনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি সূচিত হয়। মূলত ওই বছরের মে মাসে ভারতের পারমাণবিক বোমা বিস্ফারণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা সূচিত হয়। এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের যথার্থতা প্রসঙ্গে ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্ণ্ডাডেজ (George Fernandes) বলেন চিনের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডারকে মোকাবিলা করার জন্য ভারতকে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়েছে। তিনি চিনকে ভারতের এক নম্বর ভীতি প্রদর্শনকারী রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করেন। ভারতে এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে চিন আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে ব্যাপকভাবে নিন্দা করে। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় চিন পাকিস্তানকে সমর্থন প্রদান করে। তবে পাকিস্তানকে তার সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শও দেয়।

২০০০ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণান চিন সফরে যান। এর ফলে ভারত এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চিন পুনরায় একে অপরের সঙ্গে কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০২ সালে চিনের Zhu Rongji ভারতে আসেন এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০০৩ সালে ভারত-চিন সম্পর্কের উন্নতি সাধন হয়। ওই বছরের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী চিনে যান। চিন সরকারিভাবে সিকিমের ওপর ভারতের সার্বভৌমিকতার স্বীকৃতি জানায়। চিন এবং ভারত সীমান্ত বিরোধ নিরসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২০০৪ সালে চিন ভারত সম্পর্কের আরও উন্নতি সাধন ঘটে। দুটি দেশই সিকিমে অবস্থিত নাথু লা এবং জেলেপলা (Jelepla) পাস সমূহ উন্মুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। বলা হয়, এটা করা হলে দুটি দেশেরই পারস্পরিক লাভ হবে। ২০০৪ সালে চিন-ভারত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছরই সর্বপ্রথম চিন-ভারত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ১০ লক্ষ কোটি ডলার অতিক্রম করে যায়। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে চিনের প্রধানমন্ত্রী Wen Jiabao বেঙ্গালুরু সফরে আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ-প্রযুক্তিগত শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত-চিনের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন চিন ও ভারত যদি একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে যৌথভাবে তারা বিশ্বে নেতৃস্থানীয় জায়গা দখল করতে পারে। এও তিনি বলেন যে একবিংশ শতাব্দী হল তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলির শতাব্দী। ভারতে থাকাকালীন তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করার উদ্যোগকে সমর্থন করলেও, চিন ফিরে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। ২০০৫ সালের সার্কের শীর্ষ সম্মেলনে চিনকে পর্যবেক্ষকের পদমর্যাদা দান করা হয়। এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলি চিনকে সার্কের স্থায়ী সদস্য পদ দেওয়ার পক্ষে, কিন্তু ভারত এ বিষয়ে সহমত হতে পারেনি।

চিন-ভারত সম্পর্কের বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দুটি দেশই তাদের শিল্পের প্রসারের জন্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং এটিকে চরিতার্থ করার জন্য তারা উভয়ই বিদেশের তেলের খনিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এ বিষয়ে দুটি দেশের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তেমনি যৌথ সহযোগিতাও দেখতে পাওয়া যায়। ২০০৬ সালের ১২ জানুয়ারি বেইজিং-এ এই সহযোগিতা দেখতে পাওয়া যায়। বেইজিং-এ সফররত খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী মণিশঙ্কর

Scanned with CamScanner

আইয়ার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর দ্বারা ভারতের ONGC (Oil and Natural Gas Commission) এবং চিনের জাতীয় খনিজ তেল কর্পোরেশন (China National Petroleum Corporation) বিদেশের তেলের খনিতে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যৌথভাবে নিলাম ডাকে দর ঘোষণা করবে। এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

২০০৬ সালের ৬ জুলাই চিন এবং ভারত নাথু লার পথটি পুনরায় চালু করে। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বলা হয় যে, সীমানার মাধ্যমে বাণিজ্য পুনরায় চালু হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। তবে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে চিন-ভারত সম্পর্ক পুনরায় তিক্ত হয়ে ওঠে। ভারত চিন অধিকৃত কাশ্মীরের একাংশের ওপর তার দাবি জানায়। অন্যদিকে, চিন বলে পুরো অরুণাচল প্রদেশ চিনেরই অংশ। তবে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং চিন সফরে যান এবং চিনের রাষ্ট্রপতি হু জিনাতো এবং প্রধানমন্ত্রী Wen Jiabao-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ব্যাবসা, বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সামরিক এবং অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে দ্বি-পাক্ষিক আলাপ-আলোচনা করেন।

২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে ড. মনমোহন সিংহের নিমন্ত্রণে চিনের প্রধানমন্ত্রী Wen Jiabao ভারত সফরে আসেন। তাঁর সঙ্গে ৪০০ জন চিনের ব্যবসায়ী আসেন। মূলত ভারতীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য এঁরা ভারতে আসেন। তিনি বলেন বিশেষত গত দশ বছরে ভারত ও চিনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় এই দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে চিন ও ভারত নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা পুনরায় চালু করতে রাজি হয়। বর্তমানে এটি কার্যকর হয়েছে।

অতিরিক্ত পাঠ

(1) Alan P. Dobson and Steve Marsh, ***U. S. Foreign Policy since 1945,*** Routledge, London, 2001.

(2) John Davis, ***Barack Obama and U. S Foreign Policy : Road Map for Change as Disaster?*** Author House, Bloomington, Indiana, 2009

(3) John W. Garver, ***Protracted Contest : Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century,*** University of Washington Press, U. S. A.

(4) Ralph G. Carter (ed.), **Contemporary Cases in U. S. Foreign Poliy : From Terrorism to Trade,** CQ Press, Washin.gton, 2010

(5) Robert G. Suiter, **Chinese Foreign Relations : Power and Policy since the Cold War,** Rowman & Little Field Publishers, Lanham, 2010.

(6) Russll D. Buhite (ed.), **Major Crises in Contemporary American Foreign Policy : A Documentary History,** Greenwood Press, 2011

(7) Sudhir Kumar Singh (ed.), **Sino-Indian Relations : Challenges and Opportunities for 21st Century,** Pentagon Press, New Delhi, 2011.

(8) Vinay Kumar Malhotra, **Indo-U.S. Relations in Nineties,** Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi

Scanned with CamScanner